History (H) Sem - 2 Paper - CC4

~~[illegible]~~

(৪) কৈবর্ত বিদ্রোহ আলোচনা কর? = 10/10 (১)

বাংলার ইতিহাসে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে, কৈবর্ত নেতা দিব্য বা দিব্যোক-এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। সাধারণ ভাবে বিদ্রোহীদের জাতিগত হিসাবে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে অভিহিত। আবার বিদ্রোহীদের মূল এলাকা হিসেবে একে 'বরেন্দ্রী বিদ্রোহ' নামেই অভিহিত করা যায়।

এই বিদ্রোহকে জানার জন্য, আমরা প্রধান উপাদান হিসেবে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যকে চিহ্নিত করি। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা ছিলেন প্রজাপতি নন্দী, পাল বংশের মন্ত্রী। সম্ভবতঃ বিদ্রোহের সময় তিনি ~~ক~~ রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এই কারণে তাঁর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী বিদ্রোহের পুনঃমূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন। এছাড়া তিনিও ছিলেন রামপালের সভাকবি। এই উপাদান ছাড়াও — মদন পালের 'মান-হালি দান পত্র', ভোজবর্মনের 'বেলবা দান পত্র', বৈদ্যদেবের — 'কামাউলি দান পত্র' প্রভৃতি থেকে বিদ্রোহের ঘটনাবলী জানা যায়।

কৈবর্ত কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা তাঁর 'আদি মধ্য যুগে ভারতীয় সমাজ' গ্রন্থে বলেছেন — কৈবর্তরা একটি উপজাতি এবং মিশ্র নিচু জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে গৃহীত হয়েছিল। অনুমান করা যায় যে, কৈবর্তরা নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে পাল রাজাদের কাছে কিছু ভূমিস্বত্ব পেয়েছিল। অধ্যাপক এস. বি লাহিড়ী তাঁর 'ভাতুরিয়া' লিপিতে — 'দাস' ও 'ভূমিজ' শব্দ দুটির ভিত্তিতে বিদ্রোহীদের চাষী-কৈবর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে — সেকালে ব্রাহ্মণেরা কায়স্থদের ও 'দাস' পদবী ছিল, তাই বিদ্রোহীদের নির্দিষ্ট ভাবে চাষী-কৈবর্ত বলা ঠিক নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে — এই বিদ্রোহীরা ছিল জেলে কৈবর্ত জাতি ভুক্ত। ডঃ বি. সি. সেন এই বক্তব্যের সমর্থনে বিদ্রোহের আর্থ-সামাজিক চরিত্র তুলে ধরে বলেছেন — মৎস্যজীবী কৈবর্তদের সাথে বৌদ্ধধর্মাবলী পাল রাজাদের স্বার্থ-সংঘাত ছিল। আবার অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক বিদ্ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন — যে পালরাজারা কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়তো কৈবর্তদের বংশানুক্রমিক উপার্জনের পথে কিছু বাধা সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে পরিণত হয়।

→→

Scanned with CamScanner

কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে যে সব ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, তা নিম্নে আলোচনা করা হল :—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রামচরিত' গ্রন্থটি প্রথম সম্পাদনা করেন। তিনি লিখেছেন যে, কৈবর্তরা উত্তর বঙ্গের জাতিশালী এবং যুদ্ধ-প্রিয় সম্প্রদায়। দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে তারা জর্জরিত হয়েছিল। তাদের নেতা ছিলেন দিব্য। পরে দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বিদ্রোহে কৈবর্তদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ডঃ যদুনাথ সরকার ও উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেন—দ্বিতীয় দ্বিতীয় মহীপালের দুর্বল ও অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল এই বিদ্রোহ। দিব্য নিজ দক্ষতায় সামন্তদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তবে বিদ্রোহীদের কোন জাতিগত ভিত্তি সম্ভবত ছিল না। তবে ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, দ্বিতীয় মহীপাল দুর্বল ও অত্যাচারী ছিলেন। এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না, কারণ বিদ্রোহীরা জয়ী হলে ও রামপাল যে সিংহাসনে বসেন।

ডঃ বি. সি সেন এই বিদ্রোহের কারণ অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মৎস্যজীবী কৈবর্তদের জীবিকার সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ ছিল। তাই বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় কৈবর্তরা সামাজিক অসুবিধা ভোগ করত। এমন হতে পারে যে, তাদের নেতা প্রতিকার প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই যে ঘটনা সূত্রে সুরপাল এবং রামপাল বন্দি হয়েছিলেন, তার সুযোগ নিয়ে রাজদ্রোহী দিব্য হঠাৎ বিদ্রোহ করেছিল।

ডঃ এ. এম চৌধুরী এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, কৈবর্তরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তা বলা যায় না, ধর্ম বিষয়ে পালরাজারা উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া কী বৌদ্ধ ধর্ম তখন এত বেশী পরিবর্তিত হয়েছিল এবং হিন্দু ধর্মের এত কাছে এসে গিয়েছিল যে হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তখন কোন বিরোধিতা ছিল না।

Scanned with CamScanner

সন্ধ্যাকর তাঁর 'রামচরিত' গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে 'অনিকম্ ধর্মবিপ্লব' বলে বর্ণনা করেছেন। 'অনিকম্' শব্দের অর্থ 'অপবিত্র', অর্থাৎ দিব্যর কাজটি ছিল অনৈতিক একটি ঘটনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, রাজা দ্বিতীয় মহীপাল এক সম্মিলিত সামন্তচক্রের সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হন তখন দিব্য রাজার পক্ষেই ছিলেন। যুদ্ধের মাঝ পথে দিব্য তার অনুগামী বৃন্দ সহ বিরোধী পক্ষে যোগ দেন। আসলে তার লক্ষ্য ছিল রাজা ও সামন্তদের এই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমতা দখল করা। তাই সন্ধ্যাকর দিব্যের কাজকে অনৈতিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে সামন্তরা স্বেচ্ছায় দিব্যকে সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন, নাকি রাজা ও সামন্তদের বিরোধ ও শক্তিক্ষয়ের সুযোগে তিনি অন্যায় ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এই বিষয়ে পরিষ্কার তথ্যের অভাব আছে।

বিদ্রোহের প্রকৃতি:

কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ড: আর. সি মজুমদার বলেছেন - অন্যান্য সাধারন বিদ্রোহের মতই দিব্যের বিদ্রোহ ছিল দুর্বল রাজার বিরুদ্ধে সামন্ত বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাঙনের একটা অংশ। দিব্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারনের রক্ষার জন্য দ্বিতীয় মহীপালকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। তাই থেকে দিব্যের বিদ্রোহ ছিল একটি নিছক সামন্ত বিদ্রোহ। দিব্যের পিছনে জনসমর্থন ছিল বলেও মজুমদার মনে করেন না। কারন রামচরিতে উল্লেখ আছে- 'সম্মিলিত সামন্ত চক্রের দ্বারা এই বিদ্রোহ ঘটে। এই কারনে মজুমদার এই বিদ্রোহকে সামন্ত বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

অপর দিকে অধ্যাপক শর্মার মূল্যায়নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে কৈবর্ত বিদ্রোহের দুটি পর্যায় ছিল।

প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন দিব্য। সম্ভবত দিব্য গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে যুক্ত ছিলেন কিন্তু মহীপালের বিরুদ্ধে

প্রজাদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কৈবর্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ভীম, রামপালের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ (১০৭৭–১১২০ খ্রীঃ) সফল হয়নি। কিন্তু ভীমের বিদ্রোহ ছিল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মুখী। ডঃ শর্মার মতে— ভীমের নেতৃত্বাধীন কৈবর্তদের মধ্যে উপজাতীয় অস্তিত্ব বজায় ছিল। এই প্রসঙ্গে শর্মা আরো দেখিয়েছেন— ভূমিস্বত্ব ভোগীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৈবর্ত কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, ~~অতিরিক্ত কর~~ একেই সঙ্গে পালরাজাদের চাপিয়ে দেওয়া করের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়াও ছিল বিদ্রোহীদের লক্ষ্য।

শেষ পর্যন্ত রামপাল কৃষকদের অসন্তোষ লক্ষ্য করে বরেন্দ্রীতে একটি রামাবতী নগরী স্থাপন করেন, এবং সেখানে করে জনগনের উপর নতুন কর ও জলসেচের দ্বারা তাঁর শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। দীনেশচন্দ্র সরকার দেখিয়েছেন— রামপাল তাঁর ৫৪ বছর রাজত্ব কালে কৈবর্ত রাজাদের হাত থেকে পৈত্রিক সিংহাসন উদ্ধার করে এবং প্রতিবেশী রাজাদের পরাস্ত করে তাঁর যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় দেন। এই কারনে পালবংশের শেষ শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে রামপালকেই গন্য করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই বিদ্রোহ তেমন কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্যে গনজাগরনের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এর সামাজিক তাৎপর্যে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কেননা সামন্তরা প্রাথমিক ভাবে পালরাজার বিরুদ্ধে বরেন্দ্রী পুনর্দখল করলেও অল্পকাল পরে পাল রাজশক্তি ক্ষমতায় ফিরে আসে,

The End

① দ্বিতীয় মহীপাল + দিব্য। } কৈবর্ত বিদ্রোহ।
② রাম পাল + ভীম। } বরেন্দ্রী বিদ্রোহ,